সালমা আক্তার (উপকারভোগীর) সফলতার কাহিনী

আমি সালমা আক্তার ফেনী জেলার কাজিরবাগ ইউনিয়নের মালিপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে 1994সালে জন্ম গ্রহণ করি । মাত্র 18 বৎসর বয়সে একই গ্রামের বাসিন্দা আলি জিন্নাহ মামুনের সাথে মুসলিম শরীয়া মোতাবেক আমার বিয়ে হয়। স্বামীর সংসারে জমি জমা নেই বললেই চলে। স্বামীর কৃষি কাজের সামান্য আয়ে দু'বেলা দুমুঠো পেটের ভাত জুটানো দুরুহ ছিল । সংসারে আসে 2 সন্তান । বাড়তে থাকে অভাব অনটন। দারিদ্রের কষাঘাতে আমি যখন জর্জরিত, ঠিক তখনই 2019 সালে একদিন সায়েরা আপা , ইউনিয়ন সমাজকর্মী উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফেনী সদর,ফেনীর সাথে পরিচয় হয়। আপার নিকট সংসারের যাবতীয় দুঃখের কাহিনী তুলে ধরি। সায়েরা আপা আমার দুঃখের কাহিনী শুনে পল্লী মাতৃকেন্দ্রে কার্যক্রমে 09 সদস্যের 01টি কর্মদিল গঠন করার জন্য পরামর্শ দেন। অবশেষে আমি সদস্য হই। পরামর্শ মতে 2019 সালে মালিপুর সমাজসেবা কর্মদলের সদস্য হয়ে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়,ফেনী সদর থেকে 10000/- (দশ হাজার) টাকা সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে 1টি সেলাই মেশিন ও বাকী টাকা দিয়ে কিছু কাপড় কিনে সেলাই খাতে বিনিয়োগ করি। অল্প দিনে সংসারে আয় আসতে শুরু করল। এই আয় দিয়ে ছেলে মেয়েদের পড়ালেখা, নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ ও সঞ্চয় করি এবং স্বামীর কৃষি কাজে আর্থিক সহায়তা করি।আমি নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করে পুনরায় 20000 (বিশ হাজার) টাকা গাভী ক্রয়ের জন্য আবেদন জমা দিই।আমি ভবিষ্যতে খামার করার চিন্তা ভাবনা রয়েছে। আমার ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করতে এখন আর অসুবিধা হচ্ছে না। সমাজসেবার সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণে আমি অনেকটাই স্বচ্ছলতা ফিরে পেয়েছি। গ্রামের সবাই আমার স্বচ্ছলতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। আমি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।আমার মতো আরও অসহায় পরিবারের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘঠুক আমি এই প্রত্যাশা করি।

স্বাক্ষরিত
সালমা আক্তার
স্বামী - আলী জিন্নাহ মামুন
গ্রাম- মালীপুর
সফল উপকার ভোগী

একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর সফলতার কাহিনী

আমি মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পিতা মৃত আবদুল মুনাফ, গ্রাম- ধলিয়া , ডাক- বালুয়া চৌমুহনী,ফেনী সদর,জেলা- ফেনীর বাসিন্দা। আমি একজন জন্মগত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ।আমি 11 ডিসেম্বর 1978 সালে ধলিয়া গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করি । আমার বাবা একজন দিনমজুর ছিলেন। অনাহারে অর্ধাহারে আমার দিন কাটত। বাবার পরিবারে আমার 6 জন সন্তান, তার মধ্যে শুধুমাত্র আমি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। আমি 5ম শ্রেনী পর্যন্ত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে পড়ালিখা করি। অভাবের কারনে আমি আর পড়ালিখা করতে পারি নাই। আমার বয়স যখন 25 বৎসর তখন বাবা মা আমাকে গরিব পরিবার দেখে বিবাহ করায়। আমি বাসে হকারি ও ভিক্ষা করে কোন রকম সংসার চালাতাম । পুঁজির অভাবে সংসার চালানো আমার পক্ষে কঠিন হয়ে যেত। একদিন বাসে হকারি করার সময় আমার সাথে সদর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের ইউনিয়ন সমাজকর্মী গৌরী দিদির সাথে দেখা হয় । তিনি আমাকে সুদমুক্ষ ক্ষুদ্রঋণ দেয়ার কথা প্রস্তাব করলে আমি উনার কথায় হকারি ও ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে সদর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় থেকে 2017 সাথে 5000 (পাঁচ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য সুদমুক্ত পুঁজি গ্রহণ করি । এ পুঁজি দিয়ে ধলিয়া বাঘের হাট স্কুল গেইটের সামনে ছোট একটি দোকান দিয়ে ব্যবসা চালু করি। আমার সাফল্য দেখে পরবর্তীতে 2018 সালে 1ম পুনঃবিনিয়োগে পুঁজি বাড়িয়ে 10,000/- (দশ হাজার) টাকা দেয় এবং2য় পুনঃবিনিয়োগে আমি 20,000/-(বিশ হাজার) টাকা গ্রহন করি। টাকা দিয়ে আমি দোকানের পুঁজি বাড়াই এবং বাড়তি আয়ে আমার পরিবারের স্ত্রী ও 4 জন সন্তান নিয়ে সংসারে জীবিকা নির্বাহ করি । সরকারের দেয়া প্রতিবন্ধী ভাতা আমি পাই । আমি জানি নবীর শিক্ষা করোনা ভিক্ষা। আমি এখন ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে ক্ষুদ্রব্যবসা করি। আমাকে আমার স্ত্রী ব্যবসার কাজে সহযোগিতা করে। বর্তমানে আমার একটি গাভী আছে। দোকানের আয় এবং গাভীর দুধ থেকে আমার সংসারে আয় আসে। পরিশেষে, আমি কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফেনী সদর,ফেনীর অফিসারসহ সকলের প্রতি।

স্বাক্ষরিত
দেলোয়ার হোসেন
পিতামৃত আবদুল মুনাফ

গ্রামঃধলিয়া

নুর মোহাম্মদ ভূঁঞা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম(আ.এস.এস) এর ক্ষুদ্রঋণের সফলতার কাহিনী

আমি নুর মোহাম্মদ ভূঁঞা পিতা- মোহাম্মদ এছহাক, গ্রাম- পশ্চিম ছিলোনিয়া গ্রামের বাসিন্দা ।আমি এক সময়ে বেকার ছিলাম।2014 সালে আমি একদিন কাগজ পত্র ও ফটো সত্যায়িতের কাজে সমাজসেবা কার্যালয়ে আসি। দেখা হয় কাজী আজিজুল হক, ইউনিয়ন সমাজকর্মীর সাথে।তার কাছে এক পর্যায়ে আমার পরিবারের সাংসারিক বিষয়ে আলোচনা করি।কাজী সাহেব আমাকে সমাজসেবা ক্ষুদ্রঋণের কথা বলেন।আমি উনার কথায় আগ্রহ হয়ে পশ্চিম ছিলোনিয়া গ্রামে 10 সদস্যের 01টি কর্মদল গঠন করি।কিছুদিন পর আমি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় থেকে আমার নামে 10000 (দশ হাজার) টাকা মৎস্য চাষ স্কীমের জন্য ঋণ নিই।এ টাকা দিয়ে আমি 1ম বৎসর 30000 (ত্রিশ হাজার) টাকা আয় করি।2য় বৎসর আমি 20000 (বিশ হাজার)টাকা ঋণ গ্রহণ করি।এ টাকা দিয়ে আমি পুনরায় মৎস্য চাষে ব্যয় করি । উক্ত টাকা মৎস্য খাতে বিনিয়োগ করে আমি 40000/-(চল্লিশ হাজার) টাকা আয় করি। বর্তমানে আমার পুকুরে আনুমানিক 200000/- (দুই লক্ষ) টাকার মাছ আছে। আশা করছি উক্ত মাছ বিক্রি করে আমার 50000/- (পঞ্চশ হাজার) টাকা আয় হবে। মৎস্য থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে আমার সন্তানকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পড়াই ।আমি আমার ছেলেকে চাকুরীর পিছনে না হেঁটে আমার সাথে মৎস্য চাষে নিযুক্ত করি।আমি মৎস্য চাষে সফলতা পাই। এক সময় দিন আমি অর্থাভাবে পথে পথে বেকার ঘুরে বেড়াতাম ।আজ আমি সমাজসেবার সুদমুক্ত ঋণ নিয়ে সাবলম্বী হয়েছি। আমার মৎস্যচাষ দেখে গ্রামের আরও বেকার যুবক উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে। আমার ভবিষ্যতে মৎস্য হ্যাচারী করার পরিকল্পনা আছে। পরিশেষে আমি সমাজসেবা কার্যালযের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্বাক্ষরিত
নুর মোহাম্মদ ভূঁঞা
পিতা-মোহাম্মদ
এছহাক
গ্রাম- পশ্চিম ছিলোনিয়া

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
Dc‡Rjv mgvR‡mev Kvhv©jq
‡dbx m`i,‡dbx

নম্বর-41.01.3029.000.02.065.97- 427 তারিখ- 12 ডিসেম্বর 2021খ্রি.

বিষয়ঃ মাঠ পার্যারে 2020-21 অর্থ বছরে G2P পদ্ধতিতে সকল ভাতা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে বিভিন্ন ক্যাটারিতে পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম মনোনয়ন প্রদান প্রসংগে।

সূত্র: স্মারক নং 41.01.000.049.23.002.21-1039 তা-02 ডিসেম্বর 2021

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফেনী সদর,ফেনীতে মাঠ পার্যায়ে 2020-21 অর্থ বছরে G2P পদ্ধতিতে সকল ভাতা কর্মসূচির সফল বাস্তায়নে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে সূত্রস্থ পত্রের নির্দেশনা **মোতাবেক ইউনিয়ন সমাজকর্মী ক্যাটাগরীতে** 01। **জনাব খুরশীদ আলম পাটোয়ারী এবং অফিস সহায়ক ক্যাটাগরীতে** 02। **জনাব আলী হোসেনকে** মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

সমাজসেবা অফিসার (উপজেলা সমাজসেবা অফিসার)

1.	আওতাধীন ইউনিয়ন/ পৌরসভা কমিটির সভা নিয়মিত হয় কিনা?	হ্যাঁ
2.	উপজেলা কমিটির সভা যথাসময় অনুষ্ঠিত হয় কিনা?	হ্যাঁ
3.	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকলই উনিয়নের ভাতার অর্থ বিতরণ হয়েছে কিনা ?	হ্যাঁ
4.	যথাসময়ে বিতরণ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ
5.	আওতাধীন মোট ইউনিয়ন সংখা ও ভাতাভোগীর সংখ্যা?	12টি ইউনিয়ন ,ভাতাভোগীর সংখ্যা=20316 জন
6.	ভাতা বিতরণ ও প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে নীতিমালা যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ
7.	প্রতিস্থাপনের মোট সংখ্যা এবং বিতরণ হার ?	প্রতিস্থাপন মোট=1132 জন, বিতরণ হার 100%
8.	ইউনিয়নে ভিজিট করেন কিনা ?	হ্যাঁ
9.	G2P বাস্তবায়নের অধীনস্তদের সঠিক পরামর্শ প্রদান করেন কিনা?	হ্যাঁ
10	জন প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় কেমন?	হ্যাঁ
11	ভুল নম্বরে প্রেরিত ভাতার সংখ্যা কত?	হ্যাঁ
12	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পেরোল প্রেরণ করেছেন কি না?	হ্যাঁ
13	112 উপজেলায় সামগ্রিক জিটুপি বাস্তবায়নের অগ্রগতি কেমন?	প্রযোজ্য নহে
14	বাউন্স ব্যাকে সংখ্যা কত?	623 জন

ইউনিয়ন সমাজকর্মী/পৌর সমাজকর্মী/কারিগরী প্রশিক্ষকঃ

1	ইউনিয়ন কমিটির সভা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেছেন কিনা?	হ্যাঁ
2	সকল ইউনিয়নভিত্তিক প্রতিবেদন সময়মতো প্রেরণ করেন কিনা?	হ্যাঁ
3	ভাতা বিতরণ ও প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করেন কিনা?	হ্যাঁ
4	ইউনিয়ন ভিত্তিকক প্রতিস্থাপনের সংখ্যা ও এর শতকরা হার কত?	হ্যাঁ
5	ভাতাভোগীদের সকল ভালিকা ও অন্যান্য তথ্যাদি যথাযথাভাবে সংরক্ষণ করেন কিনা?	হ্যাঁ
6	সুশীল সমাজ,নিজ ও অন্যান্য অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সাথে সমন্বর ও যোগাযোগ দক্ষতা কেমন?	হ্যাঁ

ডাটা এন্ট্রি কাজে সহায়তাকারীঃ

1	সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের মোট ডাটা এন্ট্রির সংখ্যা কত?	20316 জন
2	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার পেরোল প্রদান, হিসাব খোলা,পেরোল রিকন্সিলিয়েশন হালনাগাদের কাজে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেছেন কি না?	হ্যাঁ
3	নিজ ও অন্যান্য অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় সরকারের কর্মকর্ত-কর্মচারীবৃন্দের সাথে সমন্বয় ও যোগাযেগে দক্ষতা কেমন?	ভালো
4	স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সেবা গ্রহীতাদের সাথে সম্পর্ক কেমন?	ভালো

স্বাক্ষরিত
12/12/2021
মোঃ শহীদ উল্ল্যাহ
উপজেলা সমাজসেবা
অফিসার

উপপরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
ফেনী।

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
Dc‡Rjv mgvR‡mev Kvhv©jq
‡dbx m`i,‡dbx

নম্বর-41.01.3029.000.16.295.21- তারিখ- 12 ডিসেম্বর 2021খ্রি.

বিষয়ঃ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ (RSS, RMC, UCD এবং দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী পুনবার্সন কার্যক্রম) এর সাকসেস ষ্টোরি/সচিত্র সাফল্যাগাঁথা প্রেরণ।

সূত্রঃ সমাজসেবা অধিদফতর, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং শাখার স্মারক নম্বর-394 তারিখ- 28 নভেম্বর 2021

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফেনী সদর, ফেনীর RSS, RMC এবং দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী পূবর্বাসন কার্যক্রমের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের সুবিধাভোগীদের মধ্যে 03 (তিন) জন সুবিধা ভোগী মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন সে সকল ঋণে গ্রহিতাদের থেকে 03 (তিন) জনের সাফল্য গাঁথা কাহিনী সংগ্রহ করে মহোদয়ের পরবর্তী প্রয়োজীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ
1। 03 (তিন) জন ঋণ গ্রহিতার সফলতার কাহিনী 03 ফর্দ্দ।
2। 03 (তিন) জন সফল ব্যক্তির ছবি-03 (তিন) ফর্দ্দ।

স্বাক্ষরিত
12/12/2021
মোঃ শহীদ উল্ল্যাহ
উপজেলা সমাজসেবা
অফিসার

উপপরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
ফেনী।

SINGER